

দৈনিক আজকাল - ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪. কলকাতা।

রোগ সারাবার বুজরুকি তৃণমূলি প্রধানের!

অমর চক্রবর্তী গোয়াখালি (বারাসত), ২৬ সেপ্টেম্বর—

সামান্য জ্বর থেকে দুরারোগ্য ক্যান্সার, পলিথাত— সবই জলপড়া, তেলপড়া আর তাবিজ দিয়ে তাড়ান স্বয়ং পঞ্চয়েত প্রধান! বারাসত থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরত্বে গোয়াখালির বাড়িতে বসে প্রতিদিন রোগী দেখেন কদম্বগাছির তৃণমূল পঞ্চয়েত প্রধান আজিজার রহমান। টাকি রোডের ধারে ওঁর সুদৃশ্য বাড়িতে বসিরহাট, হাড়োয়া, বারাসত, হাবড়া, দেগঙ্গা থেকে প্রতিদিন আসে ভূতে ধরা, মানসিক রোগে ভোগা সাধারণ মানুষ। শনিবার সকালে আর এক পঞ্চয়েত সদস্যা ফরিদা বেগমের সামনেই দাঁদপুরের দৌলতি বিবি, মিনারা বিবি, ফিরোজা বেগম, রেহেনা বিবি এবং সাবিনা ইয়াসমিনদের চিকিৎসা করছিলেন ভদ্র প্রধান। রেহেনার কোলের শিশুসন্তানের মাথায় হাত রেখে কিছুলুণ বিড়বিড় করে কয়েকবার জোরে ফুঁ দিলেন। প্রচণ্ড ব্যস্ত ঝাড়ফুঁকে অভ্যস্ত প্রধান সাহেব জানান, গত ১০ বছর ধরে তিনি এ সব করছেন। তবে এ জন্য কাউকে চাপ দিয়ে টাকাপয়সা নেন না। খুশি হয়ে কোনও রোগী কিছু দিলে তা-ও ফেরান না তিনি। গর্বিত কদম্বগাছির পঞ্চয়েতের তৃণমূল সদস্যা ফরিদা বেগম জানান, ‘আমাদের প্রধানকে এ জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়। পঞ্চয়েতে যাওয়ার আগে সকাল থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীদের ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, কবজ দিতেই দুপুর গড়িয়ে যায়। তবু উপকারী প্রধান এ সব করেন।’ নিজের চেয়ারে বসে কদম্বগাছির পঞ্চয়েত প্রধান জানান, ‘ফুরফুরা শরিফের এক পীর সাহেবের নির্দেশেই আমি চিকিৎসা শুরু করি। মানুষ উপকার পায় তাই ভিড় করেছে। তবে পঞ্চয়েতের কাজও মন দিয়ে করি।’ ওঁর ছেলে সফিয়ার রহমান অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বারাসত সরকারি কলেজে পড়ে। সে জানায়, ‘যে কোনও রোগীকে একবার দেখলেই সুস্থ করে দেবেন উনি।’ কলেজের বন্ধুরা ওর বাবাকে বুজরুক বলায়, তাদের বাড়িতে ডেকে ঝাড়ফুঁকের মাহাত্ম্য বোঝাতে চায় সফিয়ার। কিন্তু এমন নামী চিকিৎসকের জলপড়া খেয়ে এখন মৃত্যুপথযাত্রী ৬০ বছরের আশিয়া বিবি। বেশ কিছুদিন প্রধানের বুজরুকি সহ্য করেও শেষরল্লা হয়নি। কদম্বগাছির ক্যান্সার রোগাক্রান্ত বৃদ্ধা এখন মৃত্যুর দিন গুনছেন। আশিয়া সাফ জানান, ‘পানিপড়া খেয়ে আমার জ্বালা যন্ত্রণা কমেনি। উল্টে দিনমজুর স্বামী ফতুর হয়েছেন।’ আজিজার সাহেবের কাছে চিকিৎসা করেছেন এমন ব্যক্তিরা জানান, তাবিজের জন্য কুড়ি টাকা দিতে হয়। এ ছাড়া জলপড়া, তেলপড়াতেও টাকা নেন তিনি। বর্তমান পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হায়াত আলি জানান, এত যদি ঐশ্বরিক লমতা তা হলে আশিয়া বিবি কেন সুস্থ হল না? এ ছাড়া পঞ্চয়েত প্রধান নিজেই মধুমেয় রোগে আক্রান্ত বলে তাঁর অভিযোগ। হায়াত আলির প্রশ্ন, নিজের রোগটা কেন দূর করতে পারছেন না তিনি। এ সবে অবশ্য হেলদোল নেই প্রধান আজিজারের। তিনি জানান, ‘হিংসে করে কিছু লোক অপপ্রচার করছে। আমার একটা ঐশ্বরিক লমতা রয়েছে, তাই দুঃস্থ মানুষদের নিখরচায় তাবিজ, কবজ, জল-তেলপড়া দিয়ে সুস্থ করে তুলি। সারা জীবন এভাবেই মানবসেবা করতে চাই।’ একজন জনপ্রতিনিধির এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার নিন্দা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি সাফ জানান, ‘এ ধরনের বুজরুকি বন্ধ করে অবিলম্বে প্রধানকে প্রকৃত মানবসেবায় এগিয়ে আসতে হবে। না হলে সমস্ত শক্তি নিয়ে বিজ্ঞান মঞ্চওই অপবিজ্ঞানের প্রতিবাদ জানাবে।’